দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

37

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ

ভর্তিচ্ছু ছাত্রীরা আপত্তিকর আচরণের শিকার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিচ্ছু ছাত্রীরা তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় পুরুষ ডাক্তার কর্তৃক আপত্তিকর আচরণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কতিপয় ছাত্রীর অভিভাবক।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে গত কয়েকদিনে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে এ কলেজের জন্য যোগ্য বিবেচিত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে গত ২২ জানুয়ারি থেকে। প্রতিদিন ২৫ জন করে মোট ছয় দিনে শেষ হবে এ স্বাস্থ্য পরীক্ষা। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর চোখ, কান, গলা; হৃদস্পন্দন; রক্ত, মূত্র, টিউমার, হার্নিয়া- এসব দেখা হয়। অন্যান্য পরীক্ষা মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হলেও সমস্যা বেঁধেছে হার্নিয়া, টিউমার আর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা নিয়ে। অভিভাবকদের অভিযোগে বলা

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

ভর্তিচ্ছু ছাত্রীরা

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে, হার্নিয়া আর টিউমার জাতীয় কিছু আছে কি না দেখতে সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দেখা হয়েছে। দারুণ বিব্রতকর ও লজ্জাকর পরিস্থিতিতে পড়েছে তখন মেয়েরা। নির্জন ঘরে স্টেথস্কোপ দিয়ে হৃদস্পন্দন পরীক্ষার সময়ও নাকি অনেক মেয়ে আপত্তিকর আচরণের শিকার হয়েছেন। এক অভিভাবক বলেছেন, আমার মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরেছে। অথচ ভর্তির সব কিছু নিশ্চিত হবার পর তার উল্লোসিত হওয়ার কথা। এরপর এ ধরনের শিক্ষকদের কাছে কোন ভরসায় মেয়েকে পাঠাবো চিকিৎসা শাস্ত্র শিখতে? অপর একজন অভিভাবক জানান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কলেজের তরুণ শিক্ষকের আপত্তিকর আচরণের প্রতিবাদ করলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নেয়া হবে না বলে তার মেয়েকে হুমকি দেয়া হয়।

এদিকে কলেজে যোগাযোগ করে জানা গেছে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যে তিন সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে তার সবাই পুরুষ। একজন সহকারী অধ্যাপকের সভাপতিত্বে কমিটির অপর সদস্য দু'জন তরুণ প্রভাষক। দুই সদস্য বিশিষ্ট নিরীক্ষা বোর্ডের দু'জনও পুরুষ। এরা সবাই এ কলেজেরই শিক্ষক।

অভিভাবক মহলের মতে, ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিতদের একটা বড় অংশই ছাত্রী। তাই মেডিক্যাল বোর্ডে অন্তত একজন মহিলা ডাক্তার রাখা অত্যাবশ্যক ছিল।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত সাধারণ কিছু পরীক্ষা করা হয়। এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া একজন মহিলা সহকারী অধ্যাপিকাকে মঙ্গলবার থেকে বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।